সংবাদ

তারিখ ১৩/১০/৮৩
পৃষ্ঠা- কলাম

032 ~~077~~

...ay, 13 October, 1983 : ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১'৫০ টাকা

সিএমএলএ-র সচিবালয়ে সরাসরি অভিযোগ

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের নির্দেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে অভিযোগ জানিয়ে সরাসরি দরখাস্ত পেশ করার দায়ে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে অভিযোগ জানিয়ে সরাসরি আবেদনপত্র পেশ করায় অভিযোগে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ পরিদপ্তর ও সংস্থা কিছুসংখ্যক কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে বলে কর্তৃপক্ষীয় মহলে খবর পৌঁছেছে। বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট অন্য কোন সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কোন কর্মচারী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র পেশ করলেও অনির্দিষ্টকালের জন্য সে আবেদনপত্র ফেলে রাখা হয়েছে এবং সে ব্যাপারে কোন রকম প্রতিকার বা সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো হয়নি। এর ফলে সঙ্গত কারণেই আবেদন-

(৩-এর পাতায় দেখুন)

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

(১ম পাতার পর)

কারীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। বাধ্য হয়ে প্রতিকার পাবার আশায় তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। এজন্য উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপকে সরকারের পক্ষ থেকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সরকারী নির্দেশ

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে আলোচ্য ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(এক) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সরাসরি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে আবেদনপত্র পেশ করতে পারবেন না। আবেদনকারী যার অধীনে চাকরি করেন সর্বপ্রথম তার কাছেই তাকে অভিযোগ পেশ করতে হবে।

(দুই) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারের আশায় অভিযোগ পেশ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তার প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে এবং সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। তবে এ সময়ের সীমা কোন অবস্থায়ই তিন মাস অতিক্রম করতে পারবে না। প্রয়োজনবোধে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা এই তিন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

(তিন) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার পরও তা অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখা হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে যদি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে আবেদনপত্র পেশ করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া চলবে না। তবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে যে আবেদনপত্র পেশ করা হবে, তার একটি অনুলিপি তাকে তার নিজস্ব বিভাগেও পেশ করতে হবে।

বিনা অনুমতিতে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

গতকাল এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়: সরকার লক্ষ্য করছেন যে, সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে এমন কি বিদেশে ভ্রমণকালে বাংলাদেশ সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কারণে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিশেষ করে মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় সম্মেলন, আলোচনা সভা ইত্যাদির জন্য

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিনা অনুমতিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাঁদা সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। একদিকে এ ধরনের কার্যকলাপ দ্বারা বিদেশীদের চোখে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদেশীদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে দেশের সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান লংঘন করা হচ্ছে।

এ প্রসংগে তথ্য বিবরণীতে দেশের প্রচলিত দু'টি বিধিবদ্ধ আইন, যথা—বিদেশী সাহায্য।স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ।নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এবং বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর প্রতি পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ দু'টি আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিনানুমতিতে স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা অন্য যেকোন কারণে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা নাগরিকদের কাছ থেকে সাহায্য/অনুদান/বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিনামূল্যে টিকেট গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির আওতায় কোনরূপ সাহায্য গ্রহণের অনুমতির জন্যে বহিঃসম্পদ বিভাগ।ইআরডি-তে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার নিয়ম। সরকারের অনুমতি না নিয়ে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করলে আইনে জরিমানাসহ কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে উল্লেখিত আইনের বিধান মেনে চলা এবং সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।